গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাজেট শাখা

"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত-২০১৯)"

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় ১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩-কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত-২০১৯)" নামে অভিহিত হবে। এ নীতিমালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরী বরাদ্দের (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেট ১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩- নং কোডের) ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে।

৩। **আবেদন প্রেরণ, গ্রহণ এবং যাচাই প্রক্রিয়া:**

(ক) অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে।

(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক মঞ্জুরী প্রাপক প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক/ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারের অনুমোদনের নিমিত্ত পেশ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা সার্বিক বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করবে।

৪। **কমিটি গঠন:**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি:

১.	সচিব কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব	আহবায়ক
২.	যুগ্ম সচিব/উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৩.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৫.	পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)	সদস্য সচিব

৫। **অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাদি:**

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত/এম.পি.ও. ভুক্ত বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুঝাবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, আসবাবপত্র তৈরি, খেলাধুলার সরঞ্জাম, প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করাসহ পাঠাগারের উন্নয়ন কাজের জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকার অস্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথচ প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভাল, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

খ) শিক্ষক বলতে বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা বুঝাবে। শিক্ষকগণ তাঁদের দুরারোগ্য ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবেন;

গ) ছাত্র-ছাত্রী বলতে সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী বুঝাবে। তারা দুরারোগ্য ব্যাধি, দৈব দুর্ঘটনার এবং শিক্ষা গ্রহণ কাজে ব্যয়ের জন্য মঞ্জুরীর আবেদন করতে পারবে। তবে এ বিশেষ মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে দুস্থ, প্রতিবন্ধী, অসহায়, রোগগ্রস্থ, গরীব, মেধাবী, অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

ঘ) বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব গভর্ণস/ব্যবস্থাপনা কমিটি সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ খরচ করতে হবে। অর্থ প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে অর্থ বিতরণ ও খরচ করতে হবে। অর্থ ব্যয়ের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

ঙ) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হওয়ার বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার (মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক) প্রত্যয়ন করবেন;

চ) বরাদ্দকৃত অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৬। **মঞ্জুরী প্রাপ্ত অর্থের শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন:**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় (১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩-) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরী বাবদ অর্থ নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হবে;

১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৫%
২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষিকা	১০%
৩.	সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী	৭৫%

৭। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:

১.	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১০%
২.	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬০%
৩.	বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ ও তদূর্দ্ধ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩০%

৮। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:

১.	৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রী	৩৫%
২.	৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী	২৫%
৩.	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী	২০%
৪.	স্নাতক ও তদূর্দ্ধ	২০%

৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক ক্যাটাগরিতে যথোপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া না গেলে ঐ ক্যাটাগরি দু'টির উদ্বৃত্ত অর্থ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে;

১০। একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার), একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) এবং ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ (ক) মাধ্যমিকের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার), (খ) উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ৬,০০০/- (ছয় হাজার), স্নাতক/সমমান/তদূর্দ্ধ এর জন্য ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা মঞ্জুর করা যাবে;

১১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয়া অর্থ এককালীন মঞ্জুরী হিসাবে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রদানকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে গণ্য হবে;

১২। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখা আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারী করবে। বিজ্ঞপ্তির কপি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি জেলা প্রশাসককে এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে দিতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসার জেলার সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন;

১৩। অনুমোদিত নীতিমালা বাজেট শাখা হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ, এর অধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থায় এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে;

১৪। নীতিমালায় যা থাকুক না কেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজস্ব বিবেচনায় বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী/শিক্ষক-শিক্ষিকা/অস্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ খাত থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে পারবে।

১৫। আবেদন/সুপারিশকে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৫/১২/২০১৯ খ্রি.
(মো: সোহরাব হোসাইন)
সিনিয়র সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৪.২০.০০৫.২০১৭-২৬৬

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (অর্থ ও প্রশাসন/উন্নয়ন/মাধ্যমিক-১/মাধ্যমিক-২/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/আডিট ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ব্যানবেইস ভবন, ঢাকা।
৩। ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ব্যানবেইস ভবন, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), নায়েম ভবন, ঢাকা।
৬। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৭। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা)মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। জেলা প্রশাসক .... (সকল)।
৯। উপসচিব (বাজেট অধিশাখা)মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা)মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ১১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (নীতিমালাটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

২৯/১২/১৯
(মো: ফজলুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১২২০৫
ইমেইল: moebedgetsection@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৩৭.০২.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.২০১৭-২৮

তারিখ : ২৪ পৌষ ১৪২৬
০৮ জানুয়ারি ২০২০

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা,ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা অঞ্চল। (পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)

০২। জেলা শিক্ষা অফিসার,-- (সকল) ।
(পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)

০৩। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা,------------------------------------ (সকল)।
(পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)

০৪। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,-- (সকল)।
(পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)

০৫। সংরক্ষণ নথি।

08.01.2020

(মো. আমিনুল ইসলাম টুকু)
সহকারী পরিচালক(মাধ্যমিক-১)
ফোনঃ ৯৫৬১২৫৪।
Email: addshesecondary1@gmail.com

08.01.2020